আমরাই নারী, আমরাই অপরাজিতা

"আমরা সন্তান জন্মদানের কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি কিন্তু কোন অন্যায় নয়। আমরাই নারী, আমরাই অপরাজিতা„ – এই শ্লোগানের মাধ্যমেই শেষ হয় সাদাত রহমান সাকিব নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র "অপরাজিতা„। সাকিব ক্লাস টেন এ পড়ুয়া একজন ছাত্র, যিনি এই অল্প বয়সেই যৌন নির্যাতন এর বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করেছে, তার স্বল্পদৈঘ্য চলচ্চিত্রের মাধ্যমে।

সম্প্রতি কৃষিবিদ ইনিস্টিটিউটে হয়ে যাওয়া "যুব সম্মেলন ২০১৮ বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০ তারুণ্যের প্রত্যাশা„ উপলক্ষে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতায় মো. সাদাত রহমান সাকিবের নির্মিত `অপরাজিতা, চলচ্চিত্রটি "শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র„ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। একদম ছোটবেলা থেকেই ছোট মাল্টিমিডিয়া মোবাইল দিয়ে ফানি ভিডিও, গানসহ শর্ট ফিল্ম, নাটক তৈরির আগ্রহ ছিল তার। সেই সময় বাসায় কম্পিউটার না থাকায় এবং কোনো এডিটিং জানা না থাকায় মোবাইল ক্যামেরার একটি অপশন ব্যবহার করেই ভিডিও ক্লিপ জোড়া লাগিয়ে ভিডিও বানাতে বানাতেই শর্ট ফিল্ম বানানোর প্রতি আগ্রহের শুরু। নবম শ্রেণিতে পড়ার শেষ দিকে ইউএনডিপি, ইউএন উইমেন, ইউএন ভলান্টিয়ার্স এবং ইথিওপিয়া.বাংলা নারীদের যৌন হয়রানির প্রতিবাদ নিয়ে "ইয়ুথ ভিডিও কনটেস্ট ২০১৭„ নামে একটি দুই মিনিটের শর্ট ফিল্ম প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সাকিব `অপরাজিতা, নামে শর্ট ফিল্ম তৈরি করে এবং ফাইনালের জন্য নির্বাচিত হয়। শর্ট ফিল্মটির মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় রানার-আপ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। বর্তমানে সে নড়াইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং একজন সামাজিক উদ্যোক্তা হিসেবে `নড়াইল ভলান্টিয়ার্স, সহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত।

সাকিবের নির্মিত `অপরাজিতা, শর্ট ফিল্মটির বিষয়বস্তু ছিল নারীদের যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এখানে দেখানো হয়, একজন স্কুলে পড়ুয়া কিশোরী কিভাবে তার নিজের শিক্ষক দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার প্রতিবাদ করেছে। খুব সাহসিকতার সাথে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ঘটনার প্রতিবাদ করে। এই স্বল্প

দৈঘ্য চলচ্চিত্রের মাধ্যমেও সাকিব পোঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন নন্দিত কিছু বার্তা, যা আমাদের এই সমাজে নারীদের জীবনে অহরহ ঘটে যাচ্ছে। আমাদের এই সমাজে কিভাবে প্রতিদিন ছাত্রীরা নির্যাতিত হচ্ছে কিছু শিক্ষক, কোচ নামের নোংরা মানুষিকতার মানুষের কাছে সেই নিত্যদিনের চিত্রটিই সাকিব তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন তার শর্টফিল্মটিতে। আবার, কিভাবে এমন বিপদসংকুল সময়ে ইন্টারনেটকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা যায় সেটিও নান্দনিকভাবে তুলে ধরছেন স্বপ্নবাজ সাকিব। বিশাল এই প্রযুক্তির যুগে, আমাদের মনসিকতাটা যখন তার খারাপ দিকগুলোকে কাজে লাগাতে চায়, তখন অপরাজিতা না হয়ে তো উপায় নেই। আমাদের এই কিশোরীদের তাই অবলম্বন করতে হয় কৌশল। নিজেকে প্রমাণ করতে, নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে আর নষ্ট মানসিকতা থেকে নিজেকে বাঁচাতে। যে মেয়েটা সকল বাধা অতিক্রম করে মাঠে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে তাকে দূর্বল ভাবার আর কোন অবকাশ নেই। প্রযুক্তি তাদেরকে আরো একধাপ এগিয়ে দিয়েছে। আর নিজের অজান্তেই সে হয়ে উঠেছে"অপরাজিতা"। এই অরাজিতারা হয়তো নষ্ট মনগুলোকে মেরামত করতে পারবে না। তবে সমাজে চিহ্নিত করে, সমাজ থেকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারবে। এই ফিল্মটা তারি একটা বহিঃপ্রকাশ। যা আমাদের আরও অনেক অপরাজিতা দেখার সুযোগ করে দিবে। এটা আজ সময়ের প্রয়োজন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের প্রতিদিন কোন না কোন যৌন হয়রানির সম্মুখিন হতে হয়। সব বয়সী নারীরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ কর্মক্ষেত্রে, বাসে এবং পরিবারেও পুরুষদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়। যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলে বিচার পেয়েছে, এমন অভিজ্ঞতা হাতে গোনা বরং দুঃখজনক হলেও সত্য, এখনো আমাদের সমাজে অভিযোগের প্রত্যুত্তরে নারীদের কাপড় বা চলাচলের সময় নিয়েই আলোচনা করা হয় বেশি। যৌন হয়রানি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যা নারীর অধিকার তথা মানবাধিকারকে লংঘন করে। বাংলাদেশে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে নারী আন্দোলন রয়েছে বটে, কিন্তু নাগরিক চৈতন্যে তার কোনো প্রভাব পড়েছেনা এবং পাবলিক বাস থেকে শুরু করে নারীর প্রতিটি পদক্ষেপেই এখনো যৌন হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। হয়রানির মানসিকতা সৃষ্টি বা এর উৎপত্তি সম্পর্কে প্রায় সকলেই পারিবারিক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা ও পরিবেশ অনেকাংশে দায়ী। জনপরিসরে (পাবলিক প্লেস বা জনসমাগম স্থান) নারীদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধে বাংলাদেশে কোনো সুনির্দিষ্ট আইন নেই। বিদ্যমান আইনে কিছু বিধান থাকলেও নেই তার প্রয়োগ এবং সচেতনতারও অভাব সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। এছাড়াও খুব কম ভিক্টিম সরাসরি এই যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করেন। আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি এসব সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মনমানসিকতার পরিবর্তন, এবং সরাসরি প্রতিবাদ করা। এছাড়াও নারীদের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব তৈরিতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং সেক্ষেত্রে বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও টেকনোলজি অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ নয় সাথে এটি না করার জন্য পুরুষদের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য সাকিবের করা এই ছোট প্রচেষ্টাকেই আমরা পারি সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে। `অপরাজিতা, শর্ট ফিল্মটির মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছাড়াও সরকারি ও বেসরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। ২ মিনিটের এই ভিডিও যৌন হয়রানি না করার জন্য সচেতন করার পাশাপাশি মেয়েদেরকেও উৎসাহিত করে এমন আপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে।

সাকিবের `অপরাজিতা,শর্ট ফিল্মটি এই পর্যন্ত বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা সহ চলচ্চিত্র ফেস্টিভেলে প্রদর্শিত হয়েছে। ০৬ ডিসেম্বর, ২০১৭ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালার অডিটোরিয়ামে, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট এবং ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির যৌথভাবে আয়োজিত "শর্ট ফ্লিম মেকিং কম্পিটিশন ২০১৭„ প্রতিযোগিতায় সম্মানসূচক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। সেই সাথে প্রায়াসাম এবং অ্যাডোব ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত "৫ ব্যাড এন্ড বিউটিফুল ওয়ার্ল্ড ফ্লিম ফেস্টিভাল„ এ এটি গেস্ট অব ওনার খেতাব লাভ করে।

ফিল্মটির শেষদিকে, এদেশের যৌন নির্যাতনের বিপক্ষে সকল নারীকে রুখে দাঁড়ানোর অসীম সাহস যোগাতে সাকিব উল্লেখ্য করেছেন বাস্তবিক একটি স্লোগানের। যা প্রত্যেক নারীকে যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে মনোবল যোগাবে। যেকোন স্থানে, যেকোন সময়ে, যেকোন পরিস্তিতিতে, যেকোন নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমদের নারীদের হতে পারে একটিই স্লোগান – **"আমরাই অপরাজিতা„**। এভাবেই একদিন এদেশের নারীরা সাকিবের মত স্বপ্নবাজ তরুণদের হাত ধরে এগিয়ে যাবে অনেকদূর।

অপরাজিতা শর্টফিল্মটি দেখার জন্য নিম্ন লিখিত লিঙ্কটি ভিজিট করুণঃ

https://www.youtube.com/watch?v=SRgTaFfcPOc